43

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 24 FEB 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

একজনকে হলেও সাক্ষর করুন

সদ্য অতিক্রান্ত মহান একুশে ফেব্রুয়ারির বাণীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অন্তত একজন নিরক্ষরকে হলেও সাক্ষর করে তোলার জন্য দেশের প্রতিটি শিক্ষিত নাগরিকের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। একুশের আবেদন অত্যন্ত ব্যাপক, এ কথা অনস্বীকার্য। আমাদের অমর ভাষা শহীদদের রক্তদান বৃথা যায়নি এবং তা যাতে কিছুতেই বৃথা না যায় সে ব্যাপারে প্রতিটি দেশপ্রেমিক বাঙালী অত্যন্ত সচেতন এবং যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। মহান ভাষা সংগ্রামের পথ ধরে রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন ও মাতৃভাষা বাংলাকে যথাযথ মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে বাঙালী মাত্রই ইতিহাসে তার পরিচয়ও রেখেছে। সারা পৃথিবীর মানুষের কাছেই তাদের সে বিরাট দেশপ্রেম ও গৌরবজনক ভূমিকা প্রশংসিতও হয়েছে। কিন্তু তার পরেও আজকের অত্যন্ত রূঢ়, নিষ্ঠুর ও বেদনাদায়ক বাস্তবতা এটাই যে, এমন দেশাত্মবোধ ও ত্যাগের গৌরবমণ্ডিত দেশেও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই হচ্ছে নিরক্ষর। অন্য অনেক ক্ষেত্রের মতোই শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও বাঙালী পিছিয়ে আছে বিশ্বের বহু নব্য স্বাধীন দেশ থেকে অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবেই।

যে দেশের আপামর জনসাধারণ অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বীরবিক্রমে লড়ে বুকের রক্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে মাতৃভাষার মর্যাদা আর মাতৃভূমির স্বাধীনতা, সেই দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ স্বাধীনতার দীর্ঘ ২৬ বছর পরও বিদেশী ভাষায় দূরে থাক, নিজের মাতৃভাষাতেই সামান্য লেখাপড়াটুকুই করতে পারে না, পড়তে পারে না আধুনিক সভ্যতার বাহন সংবাদপত্রের একটি শব্দও এবং লিখতে পারে না নিজের একান্ত প্রিয়জনের কাছেও কোন চিঠি। এসব কথা আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত জনেরাই বা কতজন কতটুকু গুরুত্ব দিয়ে ভেবে দেখছি! না, ভাবছি না, ভাবি না কিছুতেই তেমন করে। হয়ত বা অমর একুশ ফেব্রুয়ারি এলে আমরা বছরে একবার বিভিন্ন সভা-সেমিনারে কিংবা দেশের নেতা-নেত্রীদের বা বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের ও নানা রকম সংগঠনকে এ ব্যাপারে খানিকটা আক্ষেপ করতে শুনি, তারপর একুশে চলে গেলে ক্রমে সেসব প্রসঙ্গ চাপাই পড়ে যায়। আমাদের আর কোন রকম বিবেকের পীড়ন অনুভূত হয় না, কোন তাগিদও বোধ করি না আশপাশের নিরক্ষর ও অশিক্ষিত জনদের সাক্ষর করা কিংবা শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোয় আলোকিত করার জন্য।

এভাবে কেটে গেছে আটচল্লিশ ও বাহান্নোর ভাষা সংগ্রামের উত্তাল সময় থেকে প্রায় অর্ধশত বছর আর একাত্তরে স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় থেকে প্রায় ছাব্বিশ বছর। এই সুদীর্ঘকাল আমাদের দেশে সাক্ষরতা ও শিক্ষিতের হার খুব একটা বাড়েনি। এই সময়ের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষা বিস্তারের নিছক রুটিন-কার্যক্রম ইত্যাদির কারণে শিক্ষিত ও সাক্ষর মানুষের হার যৎসামান্য বেড়েছে ঠিকই কিন্তু সে বৃদ্ধিকে কোনক্রমেই মাতৃভাষা বাংলার জন্য চরম আত্মাহুতিদানকারী ও বাঙালীর প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েমকারী বাঙালী জাতির প্রত্যাশিত সাফল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলা যায় না। কোনরকমে পত্রিকা পড়তে পারে, এরকম মানুষের সংখ্যা ধরেও এখনও দেশে শিক্ষিতের হার ২২ শতাংশের বেশি উঠতে পারেনি।

এই দীর্ঘ সময়ে শিক্ষা বিস্তারের পরিবর্তে দেশে কার্যত শিক্ষা সঙ্কোচনের নীতিই অনুসৃত হয়ে এসেছে। স্কুল-কলেজের সংখ্যা সত্যিকার অর্থে বাড়েনি। পাঠক্রম, শিক্ষাক্রমের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করা হয়নি। দেশে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষানীতিও চালু করা হয়নি। ফলে দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার অন্ধকার জমাট বেঁধেছিল তা দূর হয়নি। বহুক্ষেত্রেই তা আরও গাঢ় অন্ধকারের রূপ নিয়েছে। কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার অন্ধকারের সুযোগে কায়েমী স্বার্থবাদী মহল পরাধীন আমলের মতো এককভাবে কিংবা অনেক ক্ষেত্রে আরও নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে মানুষকে শোষণ-নিপীড়ন করে চলেছে, একেবারে নগ্ন আকারে সমাজে বেড়ে চলেছে নারী নির্যাতন, আর নানা রকম সন্ত্রাসী ও অপরাধমূলক কার্যকলাপ। এই সামগ্রিক অবক্ষয়ই হচ্ছে নিরক্ষতার অভিশাপ-জর্জরিত একটি সমাজের স্বাভাবিক প্রকাশ মাত্র। একমাত্র সাক্ষরতা ও শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির মাধ্যমে কার্যকরভাবে ঐ ভয়াবহ সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব।

এবার অমর একুশের প্রধান স্লোগান ও মর্মবস্তু হিসাবেও প্রধানমন্ত্রী কার্যত নিরক্ষরতা দূর করার সংগ্রামকেই তুলে ধরেছেন। তাঁর সরকার এর আগেই দেশের প্রত্যেকটি গ্রামে একটি করে স্কুল স্থাপন এবং দেশ থেকে আগামী ১০ বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার এক দৃঢ় কার্যক্রম ঘোষণা করেছে। এবার মহান একুশে উপলক্ষে দেয়া বাণীতেও তিনি যথার্থই একুশের চেতনাকেই সমুন্নত রেখে প্রত্যেকটি শিক্ষিত মানুষের প্রতি অন্তত একজনকে হলেও সাক্ষর করে তোলার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ১৯৯৬ সালের একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে ঐ বক্তব্য রেখে তিনি বলেন, গোঁড়ামি, পশ্চাৎপদতা, আত্মবিস্মৃতি ও কূপমণ্ডুকতা থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের হতে হবে সচেতন ও কর্মপ্রেমী মানুষ– এটা সময়েরই দাবি। প্রসঙ্গত তিনি বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সারা জীবনের কর্মে ও সাধনায়, ত্যাগে ও তিতিক্ষায় এমনই একটি দেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সে স্বপ্ন পূরণের জন্য দেশ থেকে অবশ্যই নিরক্ষরতা দূর করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর এই উপলব্ধির মধ্যে আজ একুশের ঐতিহাসিক ও নবজাগ্রত চেতনারই সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। সে চেতনা সমুন্নত থাকুক। সারা দেশ দ্রুত সাক্ষর হয়ে উঠুক। উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোয়। দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত করে তোলার সেটাই এক মাত্র পথ।